দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সম্বন্ধে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা

(The Image of God: Biblical Teaching)

মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হয়েছে। মানুষ সম্বন্ধে বাইবেলের শিক্ষা পেতে হলে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন। তাই আমরা প্রথমে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হিসাবে মানুষ সম্বন্ধে বাইবেলের বিভিন্ন স্থানের শিক্ষার পর্যালোচনা করব।

ক) পুরাতন নিয়মের শিক্ষা

পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সম্বন্ধে বেশি কিছু পাওয়া যায় না। কেবল ৩টি স্থানে এ বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়। এর প্রতিটিই আবার আদিপুস্তকে পাওয়া যায়, আদি ১:২৬-২৮, ৫:১-৩, এবং ৯:৬। গীতসংহিতা ৮ অধ্যায়ে অবশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে মানুষের সৃষ্টির অর্থের বর্ণনা থাকলেও, **"ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি"** এই কথা ব্যবহার করা হয়নি। এই চারটি শাস্ত্রাংশ আমরা এক এক করে দেখব।

১) আদি ১:২৬-২৮

আদি পুস্তকের প্রথম অধ্যায় মানুষের সৃষ্টির অদ্বিতীয়তা সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়। ঈশ্বর স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী অন্যান্য প্রাণী সৃষ্টি করলেও (১:২১, ২৪-২৫) একমাত্র মানুষকে নিজের প্রতিমূর্তিতে বা সাদৃশ্যে সৃষ্টি করেছিলেন (১:২৬, ২৭)। সম্পূর্ণ পৃথিবী ঈশ্বরের প্রকাশ, ঈশ্বরের উৎকর্ষতা ও নিখুঁততার প্রতিফলনকারী দর্শন। কিন্তু সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র মানুষই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও ঈশ্বরের সর্বোত্তম বা সর্বোৎকৃষ্ট প্রকাশ। তাই মানুষ সমস্ত সৃষ্টির মস্তক বা মুকুট।

আদি ১:২৬ পদে, সবার আগে যে বিষয়টি আমাদের বিস্মিত করে, সেটি হল, ঈশ্বরের কথায় বহুবচনের উল্লেখ, ***"আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি।"*** অপর কোনও বিষয়ের সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর কখনও এমন কথা বলেননি। এই বহুবচনের অর্থ কী? এ বিষয়ে অনেকে বিভিন্ন ধরণের মত প্রকাশ করেছেন।

ক) কিছু ঈশতত্ত্ববিদ একে "প্রতাপের বহুবচন" *(plural of majesty)* বলেছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করা খুবই কঠিন। কারণ ঈশ্বর সম্বন্ধে এমন বহুবচন অন্য কোনও স্থানে কিন্তু ব্যবহৃত হয়নি।

খ) আবার অনেকের ধারণা, এখানে ঈশ্বর স্বর্গদূতের উদ্দেশে এই কথা বলেছেন। কিন্তু ঈশ্বর কখনও স্বর্গদূতদের অভিমত বা পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন না (যিশা. ৪০:১৪)। স্বর্গদূতেরা নিজেরা সৃষ্ট বস্তু হওয়ায়, তারা নিজেরা কখনও মানুষ তৈরি করতে পারে না। আবার মানুষও স্বর্গদূতদের সাদৃশ্যে তৈরি হয়নি। আদি ৩:২২ পদে, পাপ করার পর মানুষের বিষয় এমন কথা বলা হয়েছে, ***"তারা আমাদের একের মত হইল।"*** এইজন্য এখানে ঈশ্বর স্বর্গদূতদের উদ্দেশে এই কথা বলেননি।

গ) তুলনামূলকভাবে অধিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হল, এখানে ত্রিত্বঈশ্বরকে নির্দেশ করা হয়েছে। এক ঈশ্বর তিন ব্যক্তিত্বের সহভাগিতায় অবস্থান করে থাকেন। এই অংশে ত্রিত্বঈশ্বর তত্ত্বের ব্যাখ্যা না থাকলেও নতুন নিয়মে এ বিষয়ে বিশদ শিক্ষা পাওয়া যায়।

এই দুই পদে মানুষ শব্দের জন্য হিব্রু ভাষায় *adam* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দটি কখনও কখনও মানুষের নামের জন্য (যেমন তরুণ, আকাশ, সূর্য, ইত্যাদি), ব্যবহৃত হয়েছে (আদি ৫:১)। কিন্তু *adam* শব্দটি আবার মানুষ বা *human being* অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। এই অর্থে *adam* শব্দটি জার্মান ভাষার *"mensch"* শব্দের ন্যায় অর্থ প্রকাশ করে, অর্থাৎ নারী হইতে পৃথক নর নয়, কিন্তু অমানুষ (পশু বা জীবজন্তু) হইতে পৃথক মানুষ। অর্থাৎ *adam* শব্দের দ্বারা নর অথবা নারী বা নর এবং নারী উভয়কেই বর্ণনা করা যেতে পারে। আদি ১:২৬-২৭ পদে, এই অর্থে *adam* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আবার *adam* শব্দটির দ্বারা কখনও কখনও মনুষ্য জাতিকেও *(mankind)* বর্ণনা করা হয়েছে (আদি ৬:৫)। আদি ১:২৮ পদের আশীর্বাদ

প্রত্যেক মনুষ্যজাতির প্রতি প্রদত্ত হওয়ায়, আদি ১: ২৬-২৭ পদেও মনুষ্য জাতির সৃষ্টির কথা ধরা যায়। কিন্তু সেখানে আমাদের মন্তব্যকে একটু পরিবর্তিত করতে হবে। ঈশ্বর নর ও নারীকে সৃষ্টি করলেন, যাদের থেকে সকল মনুষ্যজাতি পৃথিবীতে আসবে।

এর পরে আমরা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুচ্ছে আসি: ***"আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে।"*** প্রতিমূর্তির হিব্রু শব্দ *'tselem'* এবং সাদৃশ্যের হিব্রু শব্দ *'demuth'*। হিব্রু বাইবেলে এই দুই শব্দের মধ্যে কোন সংযোজক (এবং, ও) নেই। কিন্তু *Septuagint* অনুবাদে (খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পুরাতন নিয়মের গ্রিক অনুবাদ) এবং *Vulagate* অনুবাদে (৩৮২-৪০৪ খ্রীস্টাব্দে জেরমের দ্বারা সমগ্র বাইবেলের লাতিন ভাষায় অনুবাদ) এই দুই শব্দকে *"and"* শব্দের দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে এই দুই শব্দের দ্বারা আপেক্ষিকভাবে পৃথক অর্থ বহন করার বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু হিব্রু বাইবেল অনুসারে এই দুই শব্দের মধ্যে অর্থগত কোনও পার্থক্য নেই। আমাদের প্রতিমূর্তি বা আমাদের সাদৃশ্য একই অর্থ বহন করে। অন্যান্য পদেও এর সাক্ষ্য পাওয়া যায় ----

১: ২৬ পদে .. আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে
১: ২৭ পদে .. (কেবল) আপনার প্রতিমূর্তিতে
৫: ১ পদে .. (কেবল) ঈশ্বরের সাদৃশ্যে
৫: ৩ পদে .. (বিপরীতক্রম) আপনার সাদৃশ্যে, আপনার প্রতিমূর্তিতে
৯: ৬ পদে .. (কেবল) প্রতিমূর্তিতে

যদি এই দুই শব্দ ভিন্ন অর্থের প্রকাশক হত, বা মানুষের বৈশিষ্ট্যের ভিন্ন বিষয়ের প্রকাশক হত, তাহলে এইভাবে একের পরিবর্তে অপরের ব্যবহার *(interchangeably)* হত না।

যদিও এই দুই শব্দ সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তথাপি ব্যাকরণগত সামান্য পৃথক অর্থের কথা আমরা বলতে পারি। *'tslem'* শব্দটি *'to carve'* (খোদাই করা) বা *'to cut'* (কাটা) ধাতু থেকে এসেছে। অর্থাৎ এর দ্বারা কোন মানুষ বা পশুর খোদাই করা মূর্তিকে নির্দেশ করা হয়। আদি ১ অধ্যায়ে তাই *'tslem'* শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা হয় যে, মানুষ ঈশ্বরকে প্রতিফলিত বা প্রতিবিম্বিত করে বা মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। অন্যদিকে, হিব্রু শব্দ *'demuth'* শব্দটি *'to be like'* (কোনও কিছুর মতো) ধাতু থেকে এসেছে। অর্থাৎ আদি ১ অধ্যায়ে এই শব্দের দ্বারা প্রতিচ্ছবি আবার প্রতিরূপ বোঝায়, "এমন প্রতিচ্ছবি যাহা আমাদের প্রতিরূপ।" অর্থাৎ দুটি শব্দের এক সঙ্গে প্রয়োগ আমাদেরকে বলে যে, মানুষ ঈশ্বরের প্রতিনিধি, সে কয়েকটি বিষয়ে ঈশ্বরের প্রতিরূপ।

কিন্তু সৃষ্টির বিবরণে, মানুষ কী কী বিষয়ে ঈশ্বরের প্রতিরূপ, তার বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। তবুও আমরা কিছু কিছু সাদৃশ্যের কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ—

ক) **১:২৬ পদে**, আমরা সমগ্র জীবের উপর, সমস্ত পৃথিবীর উপর কর্তৃত্বের কথা উল্লেখ করতে পারি। এটা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির একটি দিক। এই ক্ষমতার বাস্তব রূপায়নের দ্বারা মানুষ ঈশ্বরের প্রতিরূপ হয়, কারণ ঈশ্বর সমস্ত পৃথিবীর উপর চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী।

খ) **১:২৭ পদে**, ঈশ্বরের প্রতিরূপের আরও একটি দিকের কথা বলা যেতে পারে। ঈশ্বর মানুষকে পুরুষ ও স্ত্রী করে সৃষ্টি করেছেন। এর অর্থ এই নয় যে, স্ত্রী ও পুরুষের গঠনগত শারীরিক পার্থক্য হল ঈশ্বরের প্রতিরূপের প্রকাশ। কারণ, ঈশ্বর আত্মা (যোহন ৪:২৪)। কিন্তু এই পদ থেকে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্যের যে দিকটি দেখতে পাই, তা হল, পুরুষ ও স্ত্রীর সান্নিধ্যের প্রয়োজনীয়তা, মানুষ সামাজিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে, স্ত্রী ও পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক। এইদিক থেকে আমরা ঈশ্বরের সাদৃশ্যের অধিকারী। কারণ তিনি একাকীত্বের মধ্যে নয়, কিন্তু সহভাগিতার মধ্যে বাস করেন— এক ঈশ্বর তিন ব্যক্তি হয়ে তাঁর অস্তিত্ব রক্ষা করেন— পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর। আর এই ত্রিত্বঈশ্বরের মধ্যে সহভাগিতা সর্বদা বিদ্যমান।

গ) **১:২৮ পদে**, মানুষের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদ থেকে আমরা ঈশ্বরের সাদৃশ্যের আরও একটি দিককে খুঁজে পাই। যে আজ্ঞা মানুষের প্রতি প্রদত্ত হয়েছে, তার দ্বারা মানুষের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করা হয়েছে। তিন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ঈশ্বর যেমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্তৃত্ব করতে পারেন, মানুষও ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্তৃত্ব করতে পারে।

১:২৮ পদের আশীর্বাদ ২৬ পদেরই পুনরুক্তি। কিন্তু ২৮ পদে মানুষের কর্তৃত্ব করার পূর্বে ***"তোমরা প্রজাবন্ত ও বহু বংশ হও"*** বলা হয়েছে। এই কথার সংযোজনের দ্বারা বিবাহ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যে বিষয়ে ২:১৮-২৪ পদে বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে। এই পদে যদিও ঈশ্বর মানুষকে আশীর্বাদ করেছেন, তবুও এই আশীর্বাদের মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষের প্রতি তাঁর আজ্ঞা

প্রদান করেছেন, ***"তোমরা বহু বংশ হও, কর্তৃত্ব কর।"*** মানুষের প্রতি ঈশ্বরের এই আজ্ঞাকে সাংস্কৃতিক আজ্ঞা *(Cultural Mandate)* বলা হয়। এর দ্বারা মানুষকে ঈশ্বরের জন্য পৃথিবীতে কর্তৃত্ব করতে এবং ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করে, পৃথিবীতে এমন সংস্কৃতি বৃদ্ধি করতে আদেশ করা হয়েছে।

পরবর্তী পদে যাওয়ার আগে, এই আজ্ঞা থেকে আরও একটি বিষয়ে আমরা দৃষ্টি দেব। ৩১ পদে বলা হয়েছে, ***"পরে ঈশ্বর আপনার নির্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি দিলেন, আর দেখ, সে সকলই অতি উত্তম।"*** এখানে তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষও অন্তর্ভুক্ত। অতএব মানুষ যখন সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের হাত থেকে এসেছিল, তখন সে দূষিত, পাপে পতিত বা পাপপূর্ণ ছিল না। সে তখন পাপশূন্য পবিত্র অবস্থায় ছিল। আজকের দিনে আমরা যে সমস্ত পাপের অধিকারী, আমাদের সৃষ্টির মুহূর্তে কিন্তু তাদের কিছুই ছিল না। সৃষ্টির সময় আমরা অতি উত্তম ছিলাম।

২) আদি ৫:১-৩

আদি ৫:১ পদে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ঈশ্বর মানুষকে নিজের সাদৃশ্যে সৃষ্টি করেছেন। ১:২৬ পদের 'প্রতিমূর্তি' ও 'সাদৃশ্য' এই দুই শব্দের মধ্যে কেবল একটি শব্দ 'সাদৃশ্য' এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।

অনেকে মনে করে থাকেন যে, মানুষ তার পাপে পতনের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে হারিয়েছে। ফলস্বরূপ, মানুষকে আর ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বলা সম্ভব নয়। কিন্তু এই ধরেণের চিন্তার কোনও প্রকাশ আদি ৫:১ পদে পাওয়া যায় না। এখানে মানুষ সম্বন্ধে এই উক্তি, মানুষের পাপে পতনের পর (আদি ৩ অধ্যায়) মানুষের উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে আদম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট। যদি পাপে পতনের দ্বারা সে ঐশ্বরিক প্রতিমূর্তি হারিয়ে থাকত, তা হলে তার সম্বন্ধে কখনও এমন কথা বলা যেত না। এ কথা সত্য যে, পাপে পতনের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি দূষিত বা কলুষিত বা বিকৃত হয়েছে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সেই প্রতিমূর্তি সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়েছে।

আদি ৫:৩ পদে আদম নিজের সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্তিতে নিজের পুত্র শেথকে জন্ম দেয়। এখানে আদি ১:২৬ পদের দুটি শব্দকে (প্রতিমূর্তি, সাদৃশ্য) বিপরীতক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। এর থেকে পরিষ্কার যে, শব্দ দুটি একই অর্থের বাহক। এখানে একটি বিষয় আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আর সেই বিষয়টি হল, শেথ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে নয়, কিন্তু আদমের প্রতিমূর্তিতে জন্ম নিল। কিন্তু আদম যেহেতু তখনও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির বাহক ছিল, তার পুত্র শেথও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির বাহক হল। আবার পাপে পতনের দ্বারা আদমের প্রকৃতি যেহেতু দূষিত বা কলুষিত হয়েছিল, সেইহেতু আদম তার দূষিত বা কলুষিত ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে তার পুত্রের প্রতি হস্তান্তর *(transmit)* করেছে। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়নি।

৩) আদি ৯:৬

প্রথমে আমরা দেখব কোন্ পটভূমিকায় আদি ৯:৬ পদের কথা বলা হয়েছে। জলপ্লাবন শেষ হয়েছে, জল সরে গেছে এবং নোহ ও তার পরিবার নৌকা থেকে নেমেছে। এরপর নোহ ঈশ্বরের উদ্দেশে একটি বেদী নির্মাণ করে বলি উৎসর্গ করেছিল। তখন ঈশ্বর নোহের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন যে, মানুষের জন্য তিনি আর কখনও ভূমিকে অভিশাপ দেবেন না (আদি ৮:২১), মানবজাতির জন্য তাঁর পরিত্রাণ পরিকল্পনা (৪:২০-২২) সম্পন্ন করবার জন্য তিনি পৃথিবীর সংরক্ষণ করবেন।

৯ অধ্যায়ের প্রথম ৭টি পদ পৃথিবী ও তার অধিবাসীদের রক্ষণার্থে ঈশ্বরের অনুশাসন বর্ণনা করে। এই সমস্ত অনুশাসন জীবনের বিস্তারার্থে, পশু ও মানুষ থেকে জীবনের রক্ষার্থে, এবং জীবনের অগ্রগতির জন্য প্রদত্ত হয়েছিল।

১ পদে, বহুবংশ ও প্রজাবন্ত হওয়ার আশীর্বাদের পুনরুক্তি করা হয়েছে।

২ পদে, বলা হয়েছে যে, পশুরা মানুষকে ভয় পাবে।

৩ পদে, মানুষকে পশুর মাংস ভোজনের অনুমতি দত্ত হয়েছে।

৪ পদে, কিন্তু রক্তসহ মাংস ভোজনকে নিষেধ করা হয়েছে।

৫ পদে, উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি কোনও পশু মানুষকে হত্যা করে, বা কোনও মানুষ অপর কোনও মানুষকে হত্যা করে, তাহলে ঈশ্বর জীবনরক্ত *(life blood)* দাবী করবেন।

এমন পটভূমিকায় ৯:৬ পদের কথা বলা হয়েছে। ৫ পদে যে কথা পশু ও মানুষ, উভয়ের উদ্দেশে বলা হয়েছিল সেই একই বিষয় ৬ পদে কেবল মানুষের বিষয় বলা হয়েছে। যদি কোনও মানুষ অপর কোনও মানুষের রক্ত ঝরায়, তৃতীয় মানুষের দ্বারা তার রক্তও ঝরানো হবে। অবশ্য এই কথার মধ্যে এই অনুশাসন কীভাবে কার্যকর করা হবে, তা উল্লেখ করা হয়নি; কিংবা এর ব্যতিক্রম সম্বন্ধেও উল্লেখ করা হয়নি। ৬ পদের দ্বিতীয় অংশে এই অনুশাসনের কারণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ***"কারণ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্ট হয়েছে।"*** ঈশ্বর নরহত্যাকে মহাঅপরাধ হিসাবে গণ্য করবেন, কারণ যে মানুষটিকে হত্যা করা হয়েছে

সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, সে ঈশ্বরকে প্রতিফলিত করত এবং সে পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করত। অতএব যখন কেউ কোনও মানুষকে হত্যা করে, সে যে কেবল সেই মানুষের জীবন নেয়, তা নয়, কিন্তু সে ঈশ্বরকে পর্যন্ত আঘাতকরে, যে ঈশ্বর ঐ ব্যক্তিত্বে প্রতিফলিত হতেন। অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে স্পর্শ করা, ঈশ্বরকে স্পর্শ করার সমান;ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে ধবংস করা, স্বয়ং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে হিংসারই প্রকাশ।

অতএব এই অংশ থেকে, এ কথা খুবই পরিষ্কার যে, পাপে পতিত মানুষ এখনও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির বাহক। ৩ অধ্যায়ে মানুষের 'প্রথম পাপের' বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই পাপের নিষ্ঠুর প্রকাশও উল্লেখ করা হয়েছে, এমনকী পূর্ববর্তী অধ্যায়ে (৮:২১) মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এমন কথা পর্যন্ত বলা হয়েছে, ***"বাল্যকাল অবধি মনুষ্যের মনস্কল্পনা দুষ্ট।"*** যদিও সমস্ত মানুয়ের প্রতি এই কথা একই ভাবে প্রযোজ্য ও সত্য, তবুও ৯:৬ পদে নরহত্যাকে নিষিদ্ধ করার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে— ঈশ্বর মানুষকে নিজ প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন, এবং সে এখনও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বহন করে চলেছে। অবশ্য সমস্ত ঈশতত্ত্ববিদ এই ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেন না। তাঁদের ব্যাখ্যা অনুসারে মানুষ, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হলেও, পাপে পতনের দ্বারা সেই প্রতিমূর্তিকে হারিয়ে ফেলেছে। তাই সে এখন আর ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির বাহক নয়, যদিও ভবিষ্যতে (খ্রীস্টে বিশ্বাসের দ্বারা) সে আবার সেই প্রতিমূর্তি বহন করতে সক্ষম হতে পারে।

কিন্তু ঐ সমস্ত ঈশতত্ত্ববিদের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করা খুবই কঠিন। কারণ আদি ৯:৬ পদে, নরহত্যা নিষেধ করার কারণ, যে ব্যক্তিকে আপনি হত্যা করতে চলেছেন, তিনি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। এখন যদি পরিত্রাণ ব্যতীত পাপে পতিত কোনও ব্যক্তি যদি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির বাহক না হয়ে থাকেন, তাহলে এখানে (আদি ৯:৬ খ) এই পদের কথার দৃঢ়তা বা গুরুত্ব হারায়। কারণ সে যদি এখনও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির বাহক না হয়ে থাকে, তাহলে হত্যা নিষিদ্ধকরণের কারণ হিসাবে এমন কথা বলা যায়, ***"তুমি মানুষ হত্যা কর না, কারণ যাকে তুমি আজ হত্যা করতে চলেছ, সে একদা বা এক সময় ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির বাহক ছিল, যদিও আজ সে আর তা নয়।"*** এই ধরণের যুক্তি আদি ৯:৬ পদের যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করে। মানুষের রক্তপাত নিষিদ্ধ করার কারণ সম্বন্ধে শাস্ত্রের এই অংশ যে পরিষ্কার শিক্ষা দেয়, তা হল, মানুষের অদ্বিতীয় মূল্য আছে, যা অন্য কোনও সৃষ্ট জীবে নেই; আর তা হল, **"সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির বাহক।"** এখন সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, কেবল অতীতে ছিল, এমন নয়; বা কেবল ভবিষ্যতে হবে, এমনও নয়;বা ভবিষ্যতে হতে পারে, এমনও নয়। তাই তার রক্তপাত নিষিদ্ধ।

অতএব পুরাতন নিয়মের শিক্ষানুসারে,

(অ) মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হয়েছে।

(আ) সে এখনও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি।

(ই) মানুষ হবার অর্থ, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বহন করা।

৪) গীতসংহিতা ৮ অধ্যায়

যদিও গীতসংহিতা ৮ অধ্যায়ে ***"ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি"*** এই কথা ব্যবহার করা হয়নি, তবুও এই গীতে মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টির কথাকে স্বীকার করা হয়েছে। *Franz Delitzsch* এর মতানুসারে, গীত ৮ অধ্যায় হল আদি ১:২৭-২৮ পদের "পদ্যরূপ প্রতিধবনি।" এই গীতের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের হস্তের কার্যের নিমিত্ত তাঁর গৌরবকীর্তন।

স্বর্গীয় সৌন্দর্য গীতরচককে মানুষ যে কত ক্ষুদ্র, সেই উপলব্ধি দিয়েছে। তবুও ঈশ্বর মানুষকে পৃথিবীতে খুবই গৌরবান্বিত স্থান প্রদান করেছেন, তাই তিনি তাকে অবশিষ্ট সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব দিয়েছেন। ৫ পদে মানুষের গৌরবান্বিত অবস্থানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, ***"তুমি ঈশ্বর অপেক্ষা তাকে অল্পই ন্যূন করিয়াছ, গৌরব ও প্রতাপের মুকুটে বিভূষিত করেছ।"*** অনুবাদকেরা এই পদে *'elohim'* শব্দের বিভিন্ন অনুবাদ করেছেন—

RSV, ASV, NASB, AB, TEV	..	ঈশ্বর *(God)*
LXX, Vulgate, KJV	..	স্বর্গদূত *(angels)*
NIV	..	স্বর্গীয় সত্তা *(heavenly beings)*
NEB, JB	..	দেবতা *(a god)*

কিন্তু (ক) *elohim* শব্দের সাধারণ অর্থ ঈশ্বর *(God)*। (খ) স্বর্গদূতেরা কখনও মানুষের ন্যায় ঈশ্বরের সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার পায়নি। (গ) বাইবেলে কখনও স্বর্গদূতদের ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট বিষয় হিসাবে বর্ণনা করা হয়নি। তাই তাদের মানুষের থেকে মহত্তর সৃষ্টি হিসাবে ধরার কোনও কারণ নেই।

তাই গীত ৮:৫ পদ অনুসারে, মানুষ ঈশ্বরের থেকে অল্প ন্যূন হিসাবে নির্মিত হয়েছে। কারণ মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে, সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়েছে। অতএব পুরাতন নিয়মের সামগ্রিক শিক্ষানুসারে,

(অ) ঈশ্বরের সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

(আ) সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি।

(ই) সে ঈশ্বরের থেকে সামান্য ন্যূনমানের।

(ঈ) তার পদতলে সকল কর্তৃত্ব প্রদত্ত হয়েছে, এবং এই সমস্ত কথাই মানুষের পাপে পতিত হবার পরেও একইভাবে প্রযোজ্য। অতএব মানুষ এখনও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি।

খ) ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সম্বন্ধে নতুন নিয়মের শিক্ষা

১। যাকোব ৩:৯

নতুন নিয়মের এই অংশ স্পষ্টভাবে শিক্ষা দেয় যে, পাপে পতিত মানুষ এখনও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বহন করে চলেছে, এবং এর দ্বারা পুরাতন নিয়মে এই বিষয়ের শিক্ষার সঙ্গে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। যাকোব ৩:৯ পদে বলা হয়েছে, ***"উহার দ্বারাই আমরা প্রভু পিতার ধন্যবাদ করি, আবার উহার দ্বারাই আমরা ঈশ্বরের সাদৃশ্যে জাত মনুষ্যদিগকে শাপ দিই।"*** যাকোব এখানে কী বলতে চেয়েছেন, তা বুঝার জন্য আমাদের এর সঙ্গে ১০-১২ পদ পর্যন্ত দেখতে হবে।

যাকোব ৩:৯ পদের পটভূমিকা হল জিহ্বা সংক্রান্ত পাপের আলোচনা, যে বিষয়ে আমরা সহজেই পতিত হয়ে থাকি। পূর্ববর্তী পদে যাকোব উল্লেখ করেছেন যে, পশুদের বশ করা সম্ভব হলেও, মানুষ তার জিহ্বাকে বশে রাখতে পারে না, ***"উহা অশান্ত মন্দ বিষয়, মৃত্যুজনক বিষে পরিপূর্ণ"*** (৩:৮)।

৯ পদে যাকোব উল্লেখ করেছেন যে, মানুষ যে জিহ্বা দ্বারা ঈশ্বরের প্রশংসা করে, আবার সেই জিহ্বা দ্বারা মানুষকে শাপ দেওয়ার ন্যায় স্ব-বিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত। এ কেন স্ব-বিরোধী অপরাধ? যেহেতু মানুষ, যাকে আমরা শাপ দিই, সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট একমাত্র জীব। অতএব মানুষকে শাপ দেওয়ার অর্থ, শেষপর্যন্ত ঈশ্বরকেই শাপ দেওয়া (যার সাদৃশ্যে মানুষ সৃষ্ট হয়েছে)। তাই পরবর্তী পদে এই স্ব-বিরোধী কার্যের যথার্থতাকে খণ্ডন করা হয়েছে। একই মুখ থেকে ধন্যবাদ ও শাপ বের হয়, হে আমার ভ্রাতৃগণ এ সকল এমন হওয়া উচিত নয়।

৯ পদে "জাত" শব্দের জন্য যে গ্রিক ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে *(gegonotas)* তা *ginomai (to become / to be made)* থেকে এসেছে। এখানে এই ক্রিয়াপদকে *perfect tense*-এ ব্যবহার করার অর্থ, অতীতে সাধিত কর্মের ফল এখনও ধারণ করাকে নির্দেশ করা হয়েছে। তাই এই পদ অনুসারে, অতীতে কোন এক সময় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে মানুষ সৃষ্ট হয়েছে এবং এখনও তারা ঈশ্বরের সাদৃশ্যের বাহক। এই জন্য একই জিহ্বা দ্বারা ঈশ্বরের প্রশংসা করা ও মানুষকে শাপ দেওয়া কখনও উচিত নয়। কারণ যাকে আমরা শাপ দিচ্ছি, সে এখনও ঈশ্বরের সাদৃশ্যের বাহক। তাই, আমরা যখন কোন মানুষকে শাপ দিই, তখন তার দ্বারা ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন।

এখানে অনেকে বলতে পারেন যে, যাকোব যেহেতু এই পত্র বিশ্বাসীদের উদ্দেশে লিখেছেন, তাই এখানে যীশুতে বিশ্বাসের দ্বারা পুনরায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যের বাহক হয়েছে, এমন লোকদেরকে শাপ দিতে নিষেধ করা হয়েছে। যাকোব যদিও এখানে বিশ্বাসীদের উদ্দেশে এই পত্র লিখেছেন, তবু এখানে কেবল বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শাপ দিতে নিষেধ করা হয়নি। কারণ এই পদে যাকোব 'বিশ্বাসী' বা 'ভ্রাতৃগণ' বা 'সহ-বিশ্বাসী' এমন শব্দ ব্যবহার করেননি। কিন্তু "মনুষ্য" *(Gk. anthropous)* বলতে বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকল মানুষকেই নির্দেশ করা হয়েছে। তাই কেবল বিশ্বাসীর বিরুদ্ধে শাপ দেওয়া নয়, যে কোনও মানুষকে শাপ দেওয়ার দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে অসম্মানিত করে থাকি।

অতএব এই পদের দ্বারা এ কথা আমাদের কাছে খুবই স্পষ্ট যে, পাপে পতন মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির প্রতি যাহা কিছু করে থাকুক না কেন, ইহা সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়নি। মানুষ যদি এখনও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির বাহক না হত, তবে এই পদের কোনও গুরুত্ব থাকত না।

২। খ্রীস্ট ঈশ্বরের নিখুঁত প্রতিমূর্তি

পুরাতন ও নতুন, উভয় নিয়মই খুব স্পষ্ট শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বাইবেল আরও শিক্ষা দেয় যে, যীশু হলেন সেই নিখুঁত মনুষ্য, যা ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে হতে বলেন। তাই নতুন নিয়মে যীশুকে ঈশ্বরের নিখুঁত প্রতিমূর্তি বলা হয়েছে।

২করিন্থীয় ৪:৪ পদে পৌল তাদের বিষয় লিখেছেন যারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, তথা খ্রীস্টের গৌরবের সুসমাচারের দীপ্তি দেখতে পায় না। এখানে প্রতিমূর্তি শব্দের জন্য গ্রিক নতুন নিয়মে *'eikon'* শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই শব্দটি হিব্রু *'tselem'* শব্দের গ্রিক অনুবাদ। ৬ পদে খ্রীস্টকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বলার অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ যে-ঈশ্বর বলেছিলেন, ***"অন্ধকারের মধ্যে থেকে দীপ্তি প্রকাশিত হোক, তিনি আমাদের হৃদয়ে দীপ্তি প্রকাশ করলেন, যেন যীশু খ্রীস্টের মুখমণ্ডলে ঈশ্বরের গৌরবের জ্ঞানদীপ্তি প্রকাশ পায়।"*** ঈশ্বরের গৌরব খ্রীস্টের মুখমণ্ডলে প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ যখন আমরা খ্রীস্টকে দেখি, তখন আমরা ঈশ্বরের গৌরব দেখতে পাই।

কলসীয় ১:১৫ পদে পৌল একই কথা বলেছেন, ***"ইনিই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, সমুদয় সৃষ্টির প্রথম-জাত।"*** যদিও ঈশ্বর অদৃশ্য, যীশু খ্রীস্টেতে সেই অদৃশ্য ঈশ্বর দৃশ্যমান হয়েছেন;এর অর্থ, যখন কেউ খ্রীস্টের দিকে তাকায়, তখন সে প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরেরই দিকে তাকায়।

যোহন ১৪:৮-৯, এ বিষয়ে খ্রীস্ট নিজে তাঁর পার্থিব পরিচর্যা কালে সাক্ষ্য দিয়েছেন। ফিলিপ যখন যীশুকে বলেছিলেন, ***"প্রভু, পিতাকে আমাদের দেখান,"*** তখন যীশু তাকে উত্তর দিয়েছিলেন, ***"এতদিন আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, তথাপি তুমি আমাকে জান না? যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকে দেখেছে।"*** অর্থাৎ যীশু ফিলিপকে বলতে চেয়েছিলেন যে, তুমি যদি যত্ন সহকারে আমার প্রতি লক্ষ্য করতে, তবে তুমি পিতাকে দেখতে পারতে, কারণ আমিই পিতার নিখুঁত প্রতিমূর্তি। যোহন ১:১৮ পদেও একই ধরণের কথা বলা হয়েছে। ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি, একজাত পুত্র, যিনি পিতার ক্রোড়ে থাকেন, তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন।

ইব্রীয় ১:৩, এই পদে একই চিন্তায় এই মূল বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। ***"ইনি (যীশু), তাঁহার (ঈশ্বর) প্রতাপের প্রভা ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক।"*** যে প্রতাপ যীশু বিচ্ছুরণ করেন, তা তাঁর নিজের নয়, কিন্তু পিতা ঈশ্বরের প্রতাপ। মুদ্রাঙ্ক শব্দটি গ্রিক নতুন নিয়মে *'charakter'* শব্দ থেকে এসেছে। এই শব্দের দ্বারা সেই চিত্রিত বা খোদিত বিষয়কে নির্দেশ করা হয়েছে, যা কোনও সীলমোহরের দ্বারা বা ছাঁচের দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, পয়সা তার ছাঁচের পূর্ণ আকৃতি গ্রহণ করে থাকে, ফলে ছবি বা পয়সার দ্বারা, তার প্রস্তুতকারীর মোহর বা ছাঁচ দৃষ্ট হয়ে থাকে। যেমন পয়সাকে দেখে আমরা ঐ পয়সার উৎসস্থান ছাঁচকে দেখতে পাই, ঠিক তেমনই খ্রীস্টকে দেখে আমরা বলতে পারি, পিতা ঈশ্বর কেমন। তাই খ্রীস্টকে পিতা ঈশ্বরের মুদ্রাঙ্ক বলা হয়েছে।

যেহেতু খ্রীস্ট পাপশূন্য ছিলেন (ইব্রীয় ৪:১৫), সেইহেতু যীশু খ্রীস্টেতে আমরা ঈশ্বরের নিখুঁত প্রতিমূর্তি দেখতে পাই। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি কী বা কেমন হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে পিতা ঈশ্বর যীশু খ্রীস্টকে দৃশ্যমান উপমা বা সাহায্যকারী *(Visual Aid)* হিসাবে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছিলেন। এই জন্য আমরা যদি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে দর্শন করতে চাই, আমাদের যীশু খ্রীস্টকে দেখতে হবে। খ্রীস্টকে দেখে ও তাঁর কথা শুনে আমরা বুঝতে পারি, ঈশ্বর মানুষের জন্য কী করতে চেয়েছিলেন। তাই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হলে, মানুষকে পশুর সঙ্গে তুলনা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের নিখুঁত প্রতিমূর্তি, তথা যীশু খ্রীস্টের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করার দ্বারা সম্ভব।

৩। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির নবীকরণ

নতুন নিয়মের বিভিন্ন অংশে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নবীকরণের বিষয় একটি পদ্ধতির দ্বারা ঘটাবার কথা বলা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে মানুষ অধিকতররূপে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হয়। এখন মানুষকে যদি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির অধিকতর রূপে রূপান্তরিত হতে হয়, তা হলে পাপে পতনের দ্বারা অবশ্যই তাদের প্রাথমিক প্রতিমূর্তি (ঈশ্বর যেমনটি সৃষ্টি করেছিলেন) দূষিত বা বিকৃত হয়েছে।

রোমীয় ৮:২৯ পদে, ***"ঈশ্বর যাহাদিগকে পূর্বে জানিলেন, তাহাদিগকে আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হইবার জন্য পূর্বে নিরূপণও করিলেন, যেন ইনি অনেক ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হন।"*** অর্থাৎ ঈশ্বর কিছু লোককে যীশু খ্রীস্টের প্রতিমূর্তির *(eikon)* অনুরূপ হবার জন্য পূর্বে নিরূপিত করেছিলেন, যেন পুত্র যীশু খ্রীস্ট অনেক ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হন। ইফিষীয় ১:৪ পদ অনুসারে, ঈশ্বরের লোকদের জন্মের পূর্বে বা জগৎ পত্তনের পূর্বে, ঈশ্বর তাঁর মনোনীতদের জানতেন, এবং যাদের তিনি পূর্বে জানতেন, তাদের তিনি তাঁর পুত্রের অনুরূপ হবার জন্য পূর্বে নিরূপিতও করলেন। এখন একটু আগে আমরা দেখেছি যে, খ্রীস্ট ঈশ্বরের নিখুঁত প্রতিমূর্তি। তাই আমরা রোমীয় ৮:২৯ পদে ***"পুত্রের প্রতিমূর্তির"*** পরিবর্তে, ***"ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি"*** বলতে পারি। অতএব এই পদ অনুসারে, মনোনীতদের ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হতে বলা হয়েছে। এখন মানুষ যদিও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, তবু ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হতে বলার অর্থ কী? পাপে পতনের দ্বারা মানুষেতে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি আপেক্ষিকভাবে এমন দূষিত বা বিকৃত হয়েছে যে, সেই প্রতিমূর্তিকে আবার ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির আকার ধারণ

করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ মনোনীতদের পূর্বে নিরূপিত করার উদ্দেশ্য— যীশু খ্রীস্টের প্রতিমূর্তি বা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির অনুরূপ করা। এই উদ্দেশ্য আমাদের পার্থিব জীবনে শুরু হলেও আগমী জীবন লাভ না করা পর্যন্ত চলতে থাকবে বা সম্পূর্ণ হতে থাকবে (১করিন্থীয় ১৫:৪৯, ফিলিপীয় ৩:২১, ১যোহন ৩:২)।

২ করিন্থীয় ৩:১৮ পদেও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির নবীকরণের কথা বলা হয়েছে, ***"কিন্তু আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত করিতে করিতে তেজ হইতে তেজ পর্যন্ত যেমন প্রভু হইতে, আত্মা হইতে হইয়া থাকে, তেমনি সেই মূর্তিতে স্বরূপান্তরিত হইতেছি।"*** ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে এসে মোশী যখন ইস্রায়েলীদের কাছে কথা বলতেন, তখন তাঁকে মুখে রুমাল (আবরণ) দিয়ে মুখ ঢাকতে হত। কিন্তু এখন ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগের পরেও তাঁর লোকদের আর মুখ ঢাকতে হয় না। এখন আমরা সকলে প্রভুর গৌরব প্রতিফলিত করি, অর্থাৎ যীশুখ্রীস্টের গৌরব, অনাবৃত মুখে। ঈশ্বরের সঙ্গে মুখোমুখি হবার পর মোশীর মুখমণ্ডল ঈশ্বরের গৌরব প্রতিফলিত করত। এই তেজ এত উজ্জ্বল ছিল যে, ইহুদিরা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারত না, এবং এই তেজ শীঘ্র লোপ পেয়ে চলেছিল (১৩ পদ), তাই মোশীকে আবরণ দ্বারা মুখমণ্ডল ঢাকতে হয়েছিল। কিন্তু আমরা অনাবৃত মুখে ঈশ্বরের গৌরব প্রতিফলিত করতে পারি।

ঈশ্বরের লোক আমরা সর্বদা ঈশ্বরের গৌরব প্রতিফলিত করে চলেছি। আর আমরা এই প্রতিফলনের দ্বারা সেই মূর্তিতে অর্থাৎ যীশুখ্রীস্টের মূর্তিতে ক্রমশ স্বরূপান্তরিত হয়ে চলেছি। এ এক ধারাবাহিক পদ্ধতি, এবং এই পদ্ধতিতে আমরা যারা গৌরব প্রতিফলিত করে চলেছি বা করে থাকি, তারা সকলেই তাঁর প্রতিমূতিতে স্বরূপান্তরিত হয়ে চলেছি। এই রূপান্তরিকরণ কার্য, প্রভু থেকে, আত্মা থেকে সাধিত হয়ে থাকে।

রোমীয় ৮:২৯ পদ এবং **২করিন্থীয় ৩:১৮** পদ উভয়ই ঈশ্বরের মনোনীতদের পাপ থেকে উদ্ধারের লক্ষ্য হিসাবে যীশুখ্রীস্টের প্রতিমূর্তির সম্পূর্ণ আকার লাভের কথা উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ উভয় পদই পাপে পতিত মানুষ আমাদের যীশু খ্রীস্টের (যিনি ঈশ্বরের নিখুঁত প্রতিমূর্তি) প্রতিমূর্তিতে অধিকতররূপে গঠিত হতে বা রূপান্তরিত হতে সুস্পষ্ট শিক্ষা দেয়।

৪। পুরাতন মনুষ্যকে ত্যাগ ও নতুন মনুষ্যকে পরিধাণ

উপরের এই দুটি পদের ন্যায় নতুন নিয়মে আরও দুটি স্থান পাওয়া যায়, যেখানে খ্রীস্টবিশ্বাসীদের যীশু খ্রীস্টের প্রতিমূর্তির উদ্দেশে ক্রমাগত রূপান্তরিত হতে ও বৃদ্ধি পেতে বলা হয়েছে। ঐ দুটি স্থানে এই প্রক্রিয়াকে পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ ও নতুন বস্ত্র পরিধাণের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে।

কলসীয় ৩:৯-১০ পদে বলা হয়েছে, ***"একজন অন্যজনের কাছে মিথ্যা কহিও না, কেননা তোমরা পুরাতন মনুষ্যকে তাহার ক্রিয়াশুদ্ধ বস্ত্রবৎ ত্যাগ করিয়াছ, এবং সেই নতুন মনুষ্যকে পরিধাণ করিয়াছ, যে আপন সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত নতুনীকৃত হইতেছে।"*** ৩ অধ্যায়ের শুরুতেই পৌল কলসীয়দের খ্রীস্টের সঙ্গে উত্থাপিত হিসাবে বর্ণনা করেছেন, তাদের তিনি পৃথিবীস্থ বিষয়ের পরিবর্তে উর্দ্ধস্থ বিষয় ভাবতে ও চেষ্টা করতে আহ্বান জানিয়েছেন (১-২ পদ)। এর পর পৌল তাদের জাগতিক প্রকৃতি ত্যাগ করতে উল্লেখ করেছেন। ৯ পদে তিনি তাদের মিথ্যা কথা বলতে নিষেধ করেছেন, কারণ পুরাতন মনুষ্য বলতে পৌল মাংস ও পাপ দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তিত্বকে উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ পাপের দাসত্বে আবদ্ধ পুরাতন স্বভাব। কিন্তু বিশ্বাসী হওয়ায়, এখন কলসীর বিশ্বাসীরা পাপের দাস নয়, তাই পুরাতন স্বভাবকে ত্যাগ করে পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত নতুন প্রকৃতিকে গ্রহণ করতে বলেছেন।

কিন্তু এই নতুন মনুষ্য এখনও নিখুঁত নয়, তাই পৌল তাদের ***'নতুনীকৃত'*** হতে বলেছেন। যদি কোনও বিষয়কে ক্রমশ নতুনীকৃত হতে হয়, তাহলে তার অর্থ, সেই বিষয় এখনও নিখুঁত হয়নি। অর্থাৎ বিশ্বাসীরা সারা জীবনের জন্য একবার পুরাতন স্বভাবকে বস্ত্রবৎ ত্যাগ করেছেন এবং নতুন মনুষ্যকে পরিধাণ করেছেন। কিন্তু ক্রমাগত ধারাবাহিকভাবে নতুনীকৃত হয়ে চলেছে। এই বিশ্বাসীরা আর পুরাতন মনুষ্য হিসাবে ধারাবাহিকভাবে পাপের দাস নয়, বা তারা আংশিক ভাবে পুরাতন মনুষ্য ও আংশিক ভাবে নতুন মনুষ্য, এমনও নয়। কিন্তু তারা খ্রীস্টেতে নতুন ব্যক্তিত্ব তবুও এই যে ***'নতুন মনুষ্য'*** বিশ্বাসীরা পরিধাণ করেছে তা এখনও নিখুঁত বা নিষ্পাপ হয়নি, যেহেতু এই সমস্ত নতুন ব্যক্তিত্বকে ক্রমাগত পবিত্র আত্মার দ্বারা নতুনীকৃত হতে হবে। এই কারণে খ্রীস্টবিশ্বাসীরা খাঁটি ভাবে নতুন *(genuinely new)*, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ নতুন নয় *(not yet totally new)*।

এই নতুন মনুষ্য ক্রমশ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারে তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত নতুনীকৃত হচ্ছে, অর্থাৎ মানুষ পাপে পতনের দ্বারা তার প্রাথমিক প্রতিমূর্তিকে এতখানি দূষিত বা বিকৃত করেছে যে, তা পরিত্রাণ প্রক্রিয়ার দ্বারা নতুনীকৃত করা উচিত, এবং এই প্রক্রিয়ার লক্ষ্য প্রাথমিক প্রতিমূর্তি (পাপে পতিত হবার পূর্বে) অপেক্ষা উচ্চমানের নিষ্পাপে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির বাহক হবে।

ইফিষীয় ৪:২২-২৪ পদে বলা হয়েছে, ***"যেন তোমরা পূর্বকালীন আচরণ সম্বন্ধে সেই পুরাতন মনুষ্যকে তাগে কর, যাহা প্রতারণার বিবিধ অভিলাষ মতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে; ক্রমশ নবীনীকৃত হও, এবং সেই নতুন মনুষ্যকে পরিধান কর, যাহা সত্যের ধার্মিকতায় ও সাধুতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে।"*** অতএব, খ্রীস্টবিশ্বাসী এমন একজন, যে পুরাতন মনুষ্যক সিদ্ধান্তগ্রহণের দ্বারা ত্যাগ করেছে এবং নতুন মনুষ্যকে পরিধাণ করেছে এবং ক্রমাগত পবিত্র আত্মাতে নতুনীকৃত হয়ে চলেছে। অর্থাৎ সারা জীবনের জন্য একবারের এই সিদ্ধান্ত প্রাত্যহিক জীবনে নবীকরণের দ্বারা ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন হয়। সোজা কথায়, খ্রীস্টবিশ্বাসী এক নতুন মানুষ, কিন্তু তাকে এখনও অনেক বৃদ্ধি পেতে হবে।

এই নতুন মনুষ্য, যাকে সে এখন পরিধাণ করেছে, তার সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তা সত্যের ধার্মিকতায় ও সাধুতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়েছে। যে ঈশ্বর আদিতে মানুষের সৃষ্টিকর্তা, সেই ঈশ্বরই নতুন মনুষ্যেরও সৃষ্টিকর্তা যা বিশ্বাসীরা পরিধাণ করেছে। বিশ্বাসীরা এখনও নিখুঁত না হওয়ায়, তারা ক্রমশ নবীনীকৃত হয়ে থাকে (২৩ পদ)।

৫। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির নবীকরণে মানুষের ভূমিকা

আমাদের পরিত্রাণ প্রক্রিয়ার দ্বারা আমরা ক্রমশ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হই। এই প্রক্রিয়ায় যে কেবল পবিত্র আত্মা একা কাজ করে থাকেন, এমন নয়। কারণ নতুন নিয়মে আমরা এমন অনেক উল্লেখ পাই, যেখানে এই প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসীদের অংশগ্রহণকে নির্দেশ করা হয়েছে। যদিও এই প্রক্রিয়া মূলত ঈশ্বরের কাজ, যা তিনি পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে সাধন করে থাকেন, তবুও এই প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসীরা তাদের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ বিষয়ে নতুন নিয়মের যে সমস্ত স্থানে বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলি আমরা দেখব।

ইফিষীয় ৫:১ পদে বলা হয়েছে, ***"অতএব প্রিয় বৎসের ন্যায় তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী হও।"*** *এখানে* ***'ঈশ্বরের অনুকারী হও'*** কথার অর্থ, ক্রমশ ঈশ্বরের ন্যায় হতে থাকা। অবশ্যই অনেক বিষয়ে আমরা ঈশ্বরের ন্যায় হতে পারি না (সর্বজ্ঞান, সর্বত্র-বিরাজমানতা, সর্বশক্তিমানতা ইত্যাদি), কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে যদিও নিখুঁত নয়, তথাপি আমরা ঈশ্বরের ন্যায় হতে পারি। এখানে পৌল ঐ সকল বিষয়ের মধ্যে কেবল দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। ইফিষীয় ৪:৩২ পদে (পূর্ববর্তী পদে) ***পরস্পর ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বরও খ্রীস্টে তোমাদের ক্ষমা করেছেন***। এবং পরবর্তী পদে (ইফিষীয় ৫: ২) পদে, ***প্রেমে চল, যেমন খ্রীস্ট ও তোমাদিগকে প্রেম করিলেন***। অতএব, আমরা ক্রমশ পরস্পরকে ক্ষমা করব, যেমন ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করেছেন, এবং প্রেম করব, যেমন খ্রীস্ট আমাদেরকে প্রেম করেছেন। যেহেতু ক্ষমা প্রেমেরই একটি দিক, তাই এখানে আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির কেন্দ্রস্থলে প্রেমের উপস্থিতি উপলব্ধি করি।

১করিন্থীয় ৪: ১৬ পদে পৌল লিখেছেন, ***"তোমরা আমার অনুকারী হও।"*** ১করি. ১১:১ পদ বা ২থিষলনীকীয় ৩:৯ পদেও পৌল একই ধরণের উক্তি করেছেন। পৌল তাঁর পাঠকদের তাঁর অনুকারী হতে বলেছেন, কারণ তিনি নিজে যীশু খ্রীস্টের অনুকারী (১থিষলনীকীয় ১:৬)। করিন্থের বিশ্বাসীদের অধিকরূপে পৌলের অনুকারী হতে বলা হয়েছে এবং পৌল নিজে অধিক রূপে খ্রীস্টের অনুকারী হয়েছিলেন।

ফিলিপীয় ২:৫-১১ পদে বলা হয়েছে, ***"যীশু খ্রীস্টেতে যে ভাব ছিল, তাহা তোমাদিগেতেও হউক"*** (৫ পদ)। আর তার পরের পদগুলিতে যীশু খ্রীস্টেতে কী ভাব ছিল, তার বর্ণনা দিয়েছেন, ***"স্বেচ্ছায় কার্য করা, শূন্য করা, নত করা, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত।"*** অবশ্যই প্রতিটি বিষয়ে আমরা খ্রীস্টের ন্যায় হতে পারি না, কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা তাঁর ন্যায় হতে পারি, নত নম্র হওয়া। খ্রীস্ট নিজে তাঁর পার্থিব কার্যকালে তাঁর নম্রতার অনুকরণ করতে শিষ্যদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন, ***"ভাল, আমি প্রভু ও গুরু হইয়া যখন তোমাদের পা ধুইয়া দিলাম, তখন তোমাদেরও পরস্পরের পা ধোয়ানো উচিত? কেননা আমি তোমাদের দৃষ্টান্ত দেখাইলাম, যেন তোমাদের প্রতি আমি যেমন করিয়াছি, তোমরাও তদ্রূপ কর"*** (যোহন ১৩: ১৪-১৫)। যীশু এই কথার দ্বারা কোন মাণ্ডলিক আচার অনুষ্ঠান (সংস্কার) প্রতিষ্ঠা করেননি, কিন্তু শিষ্যদের পা ধোয়ানো, তথা সকল বিশ্বাসীদের তাঁর ন্যায় নত নম্রতার সেবার উদাহরণকে অনুকরণ করতে বলেছেন। প্রত্যেক খ্রীস্ট বিশ্বাসীর উচিত এই বিষয়ে খ্রীস্টের অনুকারী হওয়া।

৬। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির নবীকরণের চূড়ান্ত লক্ষ্য

ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সম্বন্ধে নতুন নিয়ম আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করে থাকে। আমাদিগেতে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির নবীকরণের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল, 'আমরা সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের ন্যায় হব, অর্থাৎ তখন আমরা নিখুঁত ভাবে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে প্রতিফলিত করব, অর্থাৎ আমরা সম্পূর্ণ ভাবে খ্রীস্টের অনুরূপ বা সমরূপ হব, যিনি ঈশ্বরের নিখুঁত প্রতিমূর্তি।'

১করিন্থীয় ১৫:৪৯ পদে বলা হয়েছে, ***". . . তেমনি সেই স্বর্গীয় ব্যক্তির প্রতিমূর্তিও ধারণ করব।"*** পূর্ববর্তী অংশে প্রথম ও শেষ আদমের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। প্রথম আদম ছিলেন, ***"পৃথিবী, মৃত্তিকা হইতে।"*** কিন্তু শেষ আদম বা দ্বিতীয় আদম,

"স্বর্গ হইতে"। আমাদের পার্থিব জীবনে এখনও আমরা প্রথম আদমের প্রতিমূর্তি বহন করে চলেছি, কিন্তু আগামী জীবনে আমরা সম্পূর্ণ ভাবে খ্রীস্ট, সেই স্বর্গীয় মানুষের প্রতিমূর্তি বহন করব। আমাদের আগামী অস্তিত্ব হবে অধিক গৌরবপূর্ণ, কারণ আমরা নিখুঁতভাবে খ্রীস্টের ন্যায় হব।

১যোহন ৩:২ পদে বলা হয়েছে, ***"প্রিয়তমেরা, এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান, এবং কী হইব, তাহা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। আমরা জানি, তিনি যখন প্রকাশিত হইবেন, তখন আমরা তাহার সমরূপ হইব, কারণ তিনি যেমন আছেন, তাঁহাকে তেমনি দেখিতে পাইব।"*** অর্থাৎ খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের সময়, তাঁর নিজের লোকেরা তাঁর গৌরবে অংশ গ্রহণ করবে। তখন আমরা নিখুঁতভাবে ও সম্পূর্ণভাবে খ্রীস্টের অনুরূপ হব, তাঁকে তাঁর প্রতাপে মুখোমুখি দেখতে পাব। যেহেতু খ্রীস্ট ঈশ্বরের নিখুঁত প্রতিমূর্তি, অতএব আমাদের পরিত্রাণ কর্মের চূড়ান্ত লক্ষ্য ঈশ্বরের নিখুঁত প্রতিমূর্তি হওয়া। যদিও বিশ্বাসীর পার্থিব জীবনে সে ক্রমাগত ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হয়ে চলেছে, এবং আগামী জীবনে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সম্পূর্ণভাবে ও নিখুঁতভাবে আমদের জন্য ফিরে আসবে। আমরা তখন নিখুঁতভাবে ঈশ্বরের ন্যায় হব।